44021 - ইস্তগিফার ও রোযা রাখার মাধ্যমে বছর সমাপ্ত করার পরামর্শ কি দিয়ো যায়?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: হজিরি বর্ষ শষে হওয়ার সময় নকিটবর্তী হলে এ ধরণরে মোবাইল-মসেজে এর ছড়াছড়ি শুরু হয় যে, বছর শষে হওয়ার সাথে সাথে আপনার আমলরে খাতা গুটয়িে ফলো হবে। এ মসেজেগুলাতে ইস্তগিফার করা ও রোযা রাখার প্রত উিদ্বুদ্ধ করা হয়। এ ধরণরে মসেজেরে হুকুম কী? যদি বছররে শষে দনি সোমবার বা বৃহস্পতবিার পড়ে তাহলে সইে দনি রোযা রাখা কি বদিাত হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

সুন্নাহ-তে প্রমাণ রয়ছে যে, বান্দাদরে আমলসমূহ আল্লাহ্র কাছে পশে করার জন্য অনতবিলিম্বে উত্তোলন করা হয়। প্রত্যকে দনি দুইবার। রাতে একবার; দনিে একবার। সহহি মুসলমি (১৭৯) আবু মুসা আল-আশআর (রাঃ) থকেে বর্ণতি যে, তনি বিলনে: একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচট উিক্ত নিয়িে আমাদরে সামনে দণ্ডায়মান হলনে। তনি বিললনে: "নশ্চিয় আল্লাহ্ তাআলা ঘুমান না এবং ঘুমানো তাঁর জন্যে সমীচীন নয়। তনিইি মযিানকে নীচে নামান ও উপরে উঠান। তার কাছে দনিরে আমলরে আগে রাতরে আমল পশে করা হয় এবং রাতরে আমলরে আগে দনিরে আমল পশে করা হয়।"

ইমাম নববী বলনে: সংরক্ষক ফরেশেতাগণ রাত শষে হওয়ার পর দনিরে প্রথমাংশে রাতরে আমল নয়িে উপরে উঠে যায়। এবং দনি শষে হওয়ার পর রাতরে প্রথমাংশে দনিরে আমল নয়িে উপরে উঠে যায়।

ইমাম বুখারী (৫৫৫) ও মুসলমি (৬৩২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: তোমাদরে কাছে পালাক্রমে একদল ফরেশেতা রাতে এবং একদল ফরেশেতা দনিে আসতে থাকনে। তারা (উভয় দল) ফজর ও আসররে সালাতে একত্রতি হন। এরপর যারা তোমাদরে মাঝে রাত্র যিাপন করছেলি তাঁরা ঊর্ধ্বলোকে চলে যান। এরপর তাঁদরে প্রতপিালক তাদরেকে জজ্ঞিসে করনে: -অথচ তনি তিাঁদরে চয়েে অধকি জ্ঞাত- 'তোমরা আমার বান্দাদরে কি অবস্থায় রখেে এলে?' তখন তাঁরা বলনে আমরা যখন তাদরেকে রখেে আস তিখনও তারা সালাত আদায় করছলি।

আর যখন তাদেরে কাছে গয়িছেলিাম তখনও তারা সালাত আদায় করছলি।”

ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে: এ হাদসিে দললি রয়ছেে য,ে দনিরে শষোংশে আমলগুলাে উত্তোলন করা হয়। সে সময় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যে থাকে তার রযিকি ও আমলে বরকত দয়াে হয়। আল্লাহ্ই ভাল জাননে। এই দুই ওয়াক্তরে নামায (অর্থাৎ ফজররে নামায ও আসররে নামায) নয়িমতি আদায় করা ও গুরুত্ব দয়োর গূঢ় রহস্য এর ভত্তিতিইে।[সমাপ্ত]

সুন্নাহ-তে এ দললিও রয়ছেে য,ে প্রত্যকে সপ্তাহরে আমল দুইবারে আল্লাহ্ তাআলার কাছে পশে করা হয়।

ইমাম মুসলমি (২৫৬৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য,ে তনিি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে: মানুষরে আমল প্রতি সপ্তাহে দুইবার পশে করা হয়। সোমবারে ও বৃহস্পতবিারে। তখন প্রত্যকে মুমনি বান্দাকে ক্ষমা করে দয়াে হয়; শুধু এমন ব্যক্তি ছাড়া যার মাঝে ও তার ভাই এর মাঝে বদ্বিষে রয়ছে।ে বলা হয়: এ দুইজনকে রখেে দাও; যতক্ষণ না তারা ববিাদ মীমাংসা করে নয়ে।”

সুন্নাহ-তে এ দললিও রয়ছেে য,ে এক বছররে আমল এক সাথে শাবান মাসে আল্লাহ্র কাছে উত্তোলন করা হয়:

সুনানে নাসাঈ –তে উসামা বনি যায়দে (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি শাবান মাসে যতবশেি রোযা রাখনে অন্য কোন মাসে আমি আপনাকে এত রোযা রাখতে দখেি না?! তনিি বলনে: এটি রজিব ও রমযানরে মধ্যবর্তী এমন একটি মাস যে মাস সম্পর্কে লোকেরো গাফলে। এ মাসে আমলগুলাে রাব্বুল আলামীন এর কাছে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি য,ে আমি রোযা থাকা অবস্থায় আমার আমলগুলাে উত্তোলন করা হোক।[আলবানি ‘সহহিুল জাম’ে গ্রন্থে হাদসিটকিে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেনে]

এ দললিগুলোর সার নর্যিাস হলো- বান্দার আমলগুলাে আল্লাহ্র কাছে তনিভাবে উপস্থাপন করা হয়:

দনৈকি উপস্থাপন: দনিে দুইবার।

সাপ্তাহকি উপস্থাপন: সপ্তাহে দুইবার: সোমবারে ও বৃহস্পতবিারে।

বাৎসরকি উপস্থাপন: বছরে একবার শাবান মাস।ে

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে: গোটা বছররে আমল শাবান মাসে উত্তোলন করা হয়; যমেনটি সংবাদ দয়িছেনে সত্যবাদী ও বশি্বস্ত (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-অনুবাদক)। গোটা সপ্তাহরে আমল সোমবার ও বৃহস্পতবিারে পশে

করা হয়। দিনের আমল দিনের শেষে রাতের আগে উত্তোলন করা হয় এবং রাতের আমল রাতের শেষে দিনের আগে উত্তোলন করা হয়। তাই দিবারাত্রির এ উত্তোলন বাৎসরিক উত্তোলনের চেয়ে খাস। যখন আয়ুকাল শেষ হয়ে যায় তখন গোটা জীবনের আমল উত্তোলন করা হয় এবং আমলের খাতা গুটিয়ে রাখা হয়।[হাশিয়াতু সুনানে আবি দাউদ থেকে সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত]

আল্লাহ্‌র কাছে আমল পেশ করার সময়গুলোতে বেশি বেশি নেক আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার প্রমাণ রয়েছে এ সংক্রান্ত হাদিসসমূহে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসের রোযার ব্যাপারে বলেন: “আমি পছন্দ করি আমার আমল আমি রোযা থাকা অবস্থায় উত্তোলিত হোক”।

সুনানে তিরমিযিতে (৭৪৭) এসেছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আমলগুলো সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে উপস্থাপন করা হয়। আমি পছন্দ করি আমার আমল আমি রোযা থাকা অবস্থায় উপস্থাপন করা হোক”।[আলবানি ‘ইরওয়াউল গালিল’ গ্রন্থে (৯৪৯) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

কোন কোন তাবেয়ি বৃহস্পতিবারে নিজের স্ত্রীর কাছে কাঁদতেন এবং তার স্ত্রীও তার কাছে কাঁদতেন এই বলে যে: আজ আমার আমল আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করা হচ্ছে।[ইবনে রজব ‘লাতায়িফুল মাআরিফ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন]

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করেছি এতে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আমলের খাতা গুটানো কিংবা আল্লাহ্‌র কাছে আমলগুলো উপস্থাপনের সাথে কোন বছরের সমাপ্তি কিংবা সূচনার কোন সম্পর্ক নেই। বরঞ্চ শরয়ি দলিলগুলো আমল উপস্থাপনের অন্য কিছু সময় সুনির্দিষ্ট করেছে। এবং দলিলগুলো এটাও প্রমাণ করছে যে, এ সময়গুলোতে বেশি বেশি নেকির কাজ করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ।

শাইখ সালেহ আল-ফাউযান বছরের সমাপ্তিলগ্নে বছর শেষ হয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রসঙ্গে বলেন: এর কোন ভিত্তি নেই। বছরের শেষাংশে নির্দিষ্ট কোন ইবাদত পালন যেমন- রোযা রাখা গর্হিত বিদাত।

সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার প্রসঙ্গে:

এ রোযা যদি কারো অভ্যাসগত হয় কিংবা এ দিবসদ্বয়ে রোযা রাখার ব্যাপারে যে উৎসাহ এসেছে সে কারণে হয় তাহলে বছরের শেষ দিন কিংবা শুরুর দিনে পড়লেও এমন রোযা রাখতে কোন বাধা নেই। তবে, শর্ত হচ্ছে- এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে যেন রোযাটা না রাখে কিংবা এই উপলক্ষে রোযা রাখার বিশেষ মর্যাদা আছে এমন ধারণায় রোযা না রাখে।

আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।